মানবাধিকার চেতনা

তৃতীয় বর্ষ • চতুর্থ সংখ্যা • জানুয়ারী ২০০০

বিচারকদের শরণার্থী সংরক্ষণ আলোচনা সভার অঙ্গীকার

'ইউনাইটেড নেশনস্ হাইকমিশনার ফর রেফিউজিস্'এবং 'সুপ্রীম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন'-এর উদ্যোগে ১৪ইনভেম্বর, ১৯৯৯ 'শরণার্থীসংরক্ষণের উপর একটি বিচার বিভাগীয় আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত সকলে একটি অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। সেটি হল ঃ—

আমরা, বিচারকেরা, ব্যবহারজীবীরা এবং দক্ষিণ এশীয় মহাদেশের আইনের সঙ্গে যুক্ত সদস্যেরা, নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ১৪ই নভেম্বর ১৯৯৯-এর আলোচনা সভায় উপস্থিত হয়ে—

১) স্বীকার করছি যে যেহেতু সংরক্ষণের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা অত্যধিক বেশী এবং যেহেতু মানুষের দুর্দশা তাদের সহ্যসীমা অতিক্রম করে আতংকজনক অবস্থায় পৌঁছিয়েছে তাদের অসুবিধা জাতীয় গন্ডীর সীমা অতিক্রম করেছে।

২) দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি যে বিচারকের এবং সহযোগী বিচার ব্যবস্থার সিদ্ধান্তকারীদের একটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে যে যারা উদ্বাস্তু এবং আশ্রয়স্থলের অনুসন্ধানকারী তারা যেন জাতীয় আইন ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সাহায্যে উপযুক্ত সংরক্ষণ পান।

এই বক্তব্য রেখে, আমরা, আলোচনা সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরা, অঙ্গীকার করছি—

১) উদ্বাস্তু ও আশ্রয়স্থল অনুসন্ধানকারীদের সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে সংবিধান ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের আইনী ব্যবস্থায় উল্লিখিত মৌলিক মানবাধিকারের সৃজনশীল ব্যাখ্যা করার দায়বদ্ধতা বিচারব্যবস্থা ও সহযোগী বিচার ব্যবস্থার।

২) বিচারকেরা, উদ্বাস্তু ও আশ্রয়প্রার্থী ব্যক্তির মামলায়, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলের সাহায্য নিতে পারেন যা তাদের মূল্যবান নির্দেশিকা প্রদান করবে।

৩) যেসব দেশে উদ্বাস্তু সংরক্ষণের কোন সংসদীয় পরিকাঠামো নেই সে সব দেশে ঐ পরিকাঠামো হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪) উদ্বাস্তু সংরক্ষণের গৃহজাত আইনী ব্যবস্থা শক্তিশালী ও উন্নত করা প্রয়োজন এবং সেজন্য আশ্রয়প্রার্থী ও উদ্বাস্তু বিষয়ক সাংবিধানিক ধারা ও আইন এবং বিরুদ্ধ রায়সমূহের আলোচনা ও মত বিনিময়-এর কর্মশালা স্থাপন করলে উপকার হ'বে।

৫) উদ্বাস্তু সংরক্ষণজনিত দায়িত্ব শুধুমাত্র যে দেশে বহিরাগত প্রবেশ করেছে তার উপর না বর্ত্তিয়ে এটা আন্তর্জাতিক দায়িত্ব হিসাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং সেজন্য আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু 'ট্রাষ্ট ফান্ড' গঠন করা উচিত— যাতে সব দেশ এমনকি যে দেশে উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশ করেনি সেই দেশও অনুদান প্রদান করবে।

মানবাধিকার দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নন্দন প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত বামদিক থেকে মাননীয় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী মুকুলগোপাল মুখার্জী, চেয়ারপার্সন, প: ব: মানবাধিকার কমিশন, মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, প: ব: সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন সদস্য মাননীয় বিচারপতি শ্রী ভি. এস. মালিমথ ও প: ব: মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় সচিব শ্রী কমলাকর মিশ্র।

মানবাধিকার দিবস উদ্‌যাপন

১০ই ডিসেম্বর, ১৯৯৯ ছিল মানবাধিকার সনদ ঘোষণার ৫১তম বর্ষপূর্তি দিবস। রাজ্য মানবাধিকার কমিশন এই উপলক্ষ্যে কলকাতার নন্দন প্রেক্ষাগৃহে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে স্বাগত ভাষণ দেন কমিশনের সচিব ও কার্য-নির্বাহী আধিকারিক শ্রী কমলাকর মিশ্র, আই. এ. এস.। তিনি বলেন, ১০ই ডিসেম্বর দিনটির নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। কিন্তু এই বিশ্বের লক্ষকোটি ক্ষুধার্ত ও নিরন্ন মানুষের কাছে এর কোন মূল্য নেই। প্রতিদিন বিশ্বে গড়ে ৩৫,০০০ শিশু অপুষ্টি ও রোগে মৃত্যুবরণ করে। বিশেষতঃ ভারতে লক্ষাধিক শিশু শ্রমিক বর্তমান। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতের দুলক্ষ যৌনকর্মীর মধ্যে শতকরা ১৫জনই শিশু।

শতকরা ৩৯জন কিশোরী ১৮ বয়সে পৌঁছবার আগেই এই পেশায় প্রবেশকরে। ধর্ষিতা নারীর শতকরা ২৫জন হল শিশুকন্যা। এই সমস্ত পরিসংখ্যান যথেষ্ট উদ্বেগজনক। ক্ষুধা ও অপুষ্টি থেকে মুক্তিলাভই হল মৌলিক মানবাধিকার। ভারতের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের এক বেলার আহারও জোটে না। মানবাধিকার সনদ ঘোষণার পর ৫১ বছর অতিবাহিত হলেও আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারিনি। সকলের জন্য সুষম খাদ্য, পরিস্রুত পানীয় জল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষা এবং শিক্ষার ব্যবস্থা যদি করে উঠতে পারি তবেই আমরা মানবাধিকার রক্ষা করতে পারব।

উদ্বোধনী ভাষণ দেন রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'মানবাধিকার' কথাটি আদপে পশ্চিমী ধারণা। স্বাধীনতার পঞ্চাশবছর অতিক্রান্ত। সত্তরের দশকের জরুরী অবস্থার সময়টুকু বাদ দিলে ভারতীয় গণতন্ত্র সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এটা সম্ভবপর হয়েছে অধিকাংশ মানুষের গণতান্ত্রিক সচেতনতার দরুণ। আইনের শাসন, নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা, বিশ্বাস ও বক্তব্যের স্বাধীনতা এই বিশাল দেশের গণতন্ত্রের ভিতটিকে শক্ত করে তুলেছে।

মনে রাখতে হবে ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষাই হল মুখ্য বিষয়। বেঁচে থাকাটাই যে দেশের মানুষের কাছে বোঝা স্বরূপ সেখানে মানবাধিকার কোন বিশেষ ব্যঞ্জনা বহন করে না। উপ-মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন, পশ্চিমের দেশগুলি গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘনের ভুরিভুরি অভিযোগ করে থাকে কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, চীনের

(পরবর্তী অংশ চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)